

## সূরা আল মো'মেন-৪০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ

এই সূরা এবং পরবর্তী কয়েকটি সূরা এমনইভাবে এক পর্যায়ভুক্ত যে এই সূরাগুলো, সংকেতাক্ষর 'হা মীম' দ্বারা আরঙ্গ হয়েছে। এই সূরাগুলো পরম্পরের কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআনের অবতরণ বিষয় নিয়ে সূরাগুলো শুরু করা হয়েছে। হয়রত ইবনে আবাস ও ইকরিমার মতে সূরাগুলো মক্কাতে ঐ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন ইসলামের বিরোধিতা ত্বরিত সঙ্গবন্ধ ও ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল (আয়াত-৫৬, ৭৮) এবং হয়রত নবী করীম (সাঃ) এর শক্ররা তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টায় রত ছিল (আয়াত-২৯)। এই ঘটনার শেষ সূরার সমাপ্তির দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সাম্রাজ্য ও প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছে, শীত্রেই তাঁর এবং শক্রদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা উপযুক্ত বিচার ও গ্রেশী মীমাংসা সম্পাদন করবেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুচক্ষে শক্র-শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। দেব-দেবীর উপাসনা সারা আরবদেশ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং সমগ্র দেশ অতি শীত্রেই একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ও প্রশংসায় মুখ্যরিত হয়ে উঠবে। আলোচ্য সূরাটি এই শুভ কথা বলে আরঙ্গ হয়েছে, সর্বশক্তিমান ও সুমহান আল্লাহ এই উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যাতে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা পৃথিবী ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অবিশ্বাস তিরোহিত হয়ে যায়।

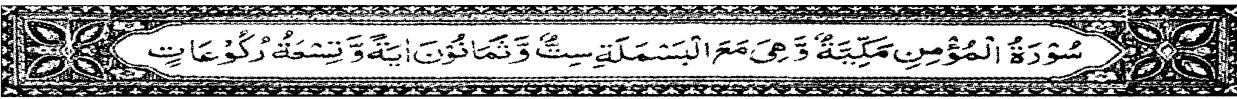
### বিষয়বস্তু

উপরে বলা হয়েছে, এই সূরা একটি সুদৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে আরঙ্গ হয়েছে। ঘোষণাটি হলো, সময় সমুপস্থিত যখন মিথ্যার উপর সত্য জয় লাভ করবে, অধর্মের উপর ধর্ম বিজয়ী হবে এবং প্রচলিত মূর্তিপূজার স্থলে এক আল্লাহর উপাসনা ও প্রশংসা-গীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই পূর্ণতম পরিবর্তন 'কুরআনের' দ্বারা সুসম্পন্ন হবে। সত্যের শক্ররা প্রাণপণ চেষ্টা করবে, এমনকি তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে যাতে অঙ্কুরেই ইসলামকে নির্মূল করে দিতে পারে। কিন্তু তাদের এই অভিসন্ধি ও প্রচেষ্টা কোন কাজে আসবে না। নবী করীম (সাঃ)কে আশ্বাস দেয়া হলো, তিনি যেন কাফিরদের বাহ্যিক ধন-বল, জন-বল ও শক্তির আড়ম্বর দেখে প্রতারিত বা বিভাস্ত না হন। কেননা এত কিছু থাকা সম্ভবেও তারা নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবে। নবী করীম (সাঃ)কে আরো বলা হলো, তাঁর প্রতিপক্ষ কাফিররাই প্রথম ও একমাত্র সত্য-বিশ্বাসী জাতি নয়। তাদের পূর্বে আরো বহু জাতি গত হয়েছে যারা তাদের কাছে আগত নবীগণকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং এইভাবে এই নবীগণের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার সর্বান্বক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার শাস্তি এসে তাদেরকেই ধ্বংস করে দিল। তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শক্রদেরকেও আল্লাহ তাআলার শাস্তি এসে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর মূসা (আঃ) এর শক্রদের পরিণতির উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর শক্রদেরও একই দুঃখজনক পরিণতি ঘটবে। মূসা (আঃ) ফেরাউনকে যখন সত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন, ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করলো। তখন ফেরাউনের গ্রহের একজন 'বিশ্বাসী' ব্যক্তি অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে ফেরাউনের জাতিকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে মূসার মত লোককে হত্যা করার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। কেননা এটা তো কোন দোষের ব্যাপার বা অপরাধ নয় যে তিনি একমাত্র আল্লাহকেই তাঁর প্রভু মনে করেন। বরং মূসা (আঃ) এর এই বিশ্বাসের পিছনে অকাট্য যুক্তি ও শক্তিশালী প্রামাণ রয়েছে। সেই ব্যক্তি তাদেরকে সাবধান করে বললেন, তারা যেন তাদের ধন, ক্ষমতা ও জাগতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে ভুল পথে পা না বাড়ায়। কেননা এগুলো অতি অস্থায়ী বস্তু। দুঃখের বিষয়, এই ব্যক্তির সৎ ও সরল উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়া দূরে থাকুক, ফেরাউন বরং এই ব্যক্তির কথাকে হাসি-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিল। অতঃপর এই সূরা একটি অমৌঘ গ্রেশী নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলছে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সহায়তা সর্বকালেই তাঁর প্রেরিত পুরুষগণের সাথে ও তাঁদের অনুসারীদের সাথে রয়েছে ও থাকবে এবং অবিশ্বাসীরা চিরদিন ব্যর্থতার যে গ্লানি বহন করে এসেছে, দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত সেই ব্যর্থতাই তাদের ভাগ্যে জুটেতে থাকবে। গ্রেশী-নিয়ম প্রত্যেক নবীর সময়েই কার্যকর হয়েছে এবং মহানবী (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম সর্বাবেক্ষণ উজ্জ্বলরূপে কার্যকর হবে। অতঃপর অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর দা঵ীকে প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণই তাদের হাতে নেই। তাঁর আগমন এমন অভিনব কিছু নয়। প্রাকৃতিক মর্ত্যলোকে যেমন রাত্রির পরে দিন আসে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও নৈতিক অধঃপতনের পরে পরেই আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের সূচনা হয়ে থাকে। এটাই প্রাকৃতিক বিধি ও আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম। যেহেতু এই বিশ্ব আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু আল্লাহ তাআলা এতে নতুন জীবন সঞ্চার করবার জন্য মহানবী (সাঃ)কে যথো সময়ে পাঠিয়েছেন। এরপর সূরাটি এইকথা বলে সমাপ্ত টানছে যে আল্লাহ তাআলা মানুষের শারীরিক প্রয়োজনাদি মিটাবার জন্য কত বড় রকমের ব্যবস্থাদি করেছেন। অতএব তিনি তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করবেন না, তা চিন্তা করা যায় না। তিনি স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর রসূল ও নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে আসছেন, যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে থাকেন এবং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করেন। মানুষ তার প্রকৃত প্রভু ও প্রকৃত স্বৃষ্টিকে তাঁদের মাধ্যমেই চিনতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্ধকারের সন্তানেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে এই সকল প্রেরিত মহাপুরুষকে যুগে যুগে অস্থীকার করে এসেছে এবং আল্লাহ তাআলার অস্ত্রুষ্টি অর্জন করেছে।

★ [পূর্ববর্তী সুরায় মানব জাতিকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর রহমত থেকে তাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আসলে নৈরাশ্য শয়তানের বৈশিষ্ট্য। আর যারা সরল অন্ত:করণে আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করবে এবং তারা তাদের পাপ থেকে প্রকৃত অর্থে তওবা করবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সব পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন।

এভাবেই পূর্ববর্তী সুরায় বলা হয়েছে, ফিরিশ্তারা আরশের পরিম্বলকে ঘিরে রেখেছেন। কিন্তু এ সুরায় আরো বলা হয়েছে, তোমাদের ক্ষমার বিষয়টি সেসব ফিরিশ্তার দোয়ার সাথেও সম্পৃক্ত যারা আল্লাহর আরশকে উঠিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা তো কোন আরশে বসে থাকার মত জড় বস্তু নন যে এই আরশকে ফিরিশ্তারা উঠিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ বিরাজমান এবং তিনি বিশ্বজগতের সবকিছু ধরে রেখেছেন। এ জন্য এখানে আল্লাহর পবিত্র হওয়ার গুণের উল্লেখ রয়েছে। ‘আরশ’ বলতে হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর পবিত্র হৃদয়কে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর সিংহাসন। তাঁর (সা:) হৃদয়ে শক্তি দেয়ার জন্য ফিরিশ্তারা একে চারদিক থেকে ঘিরে থাকেন এবং আল্লাহ তাআলার পাপী বান্দাদের জন্যও দোয়া করে থাকেন। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ দিয়ে রসূলল্লাহ (সা:) এর হৃদয়ের আরশ থেকে উথিত সেসব দোয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা তিনি (সা:) সেসব পুণ্যবান বান্দা এবং তাদের বংশধরদের জন্য করেছেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসতে থাকবে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]



## সূরা আল মো'মেন-৪০

মঙ্গলি সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৮৬ আয়াত এবং ৯ রূপকু

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম কর্ণণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

২। ﴿হামীদুন মাজীদুন অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী (ও) মর্যাদার অধিকারী।<sup>১৫৯২</sup>

৩। ﴿মহাপরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে,

৪। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শান্তিদাতা এবং পরম দাতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী।<sup>১৫৯৩</sup> তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

৫। ﴿কেবল অস্বীকারকারীরাই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে।<sup>১৫৯৪</sup> অতএব দেশে তাদের যথেচ্ছবাবে চলাফেরা করা যেন।<sup>১৫৯৫</sup> তোমাকে কোন ধোকায় ফেলে না দেয়।

৬। ﴿এদের পূর্বে নুহের জাতি এবং তাদের পরে বিভিন্ন দল ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর প্রত্যেক জাতি তাদের নিজ নিজ রসূলকে আটক করতে দ্রুত সংকল্প করেছিল। আর সত্যকে প্রতিহত করার জন্য তারা মিথ্যা (যুক্তিপ্রমাণের) মাধ্যমে বিতর্ক করেছিল। তখন আমি তাদের ধরে ফেললাম। অতএব (দেখ) আমার শান্তি কেমন ছিল!

إِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ<sup>①</sup>

خَمْسَةٌ

تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ<sup>②</sup>

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبَ شَدِيدِ الْعِقَادِ<sup>③</sup>  
ذِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

مَا يُجَادِلُ فِي آيَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَنْعِرُك  
تَقْبِلُهُمْ فِي الْبِلَادِ<sup>④</sup>

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَالْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ  
وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَلَّ نُزُلًا  
بِأَبْنَاكِ طِلِيلٍ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخْذُهُمْ فَكَيْفَ

كَانَ عِقَابٌ<sup>⑤</sup>

দেখুন : ক. ১৪১, খ. ৮১৪২; ৮২৪২; ৮৩৪২; ৮৪৪২; ৮৫৪২; ৮৬৪২ গ. ২০৪৫; ৩২৪৩; ৮১৪৩; ৮৫৪৩; ৮৬৪৩ ঘ. ২২৪৪; ৮২৪৩৬ ঙ. ৩৪১৯৭  
চ. ৬৪৩৫; ২২৪৪৩; ৩৫৪২৬; ৫৪৪১০।

২৫৯২। 'হা-মীম' অক্ষর দুটি দ্বারা আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ হামীদ, মজীদ, (প্রশংসার ও সমানের অধিকারী) বুবিয়ে থাকবে অথবা 'হাইয়ুন, কাইয়ুমুন' (চিরঙ্গীব-চিরস্থায়ী) বুবিয়ে থাকবে। এই উভয় প্রকারের গুণাবলীর সাথে এই সূরায় বর্ণিত বিষয়াবলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলার সম্মান, মহিমা, জ্যোতি, সর্বময় ক্ষমতাগুণের উল্লেখ বার বার করা হয়েছে এবং প্রথম কয়েকটি আয়াতের মধ্যেই উপরোক্ত গুণাবলী প্রকাশক 'আরশ' শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, একটি আধ্যাত্মিকতা-বিহীন মৃত জাতির আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও নব-জীবন লাভ। 'হাইয়ু' ও 'কাইয়ুম' শব্দ দুটির সম্পর্ক এই বিষয়টির সাথে জড়িত। এজন্যই সংক্ষিপ্তাকারের 'হা-মীম' এই সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই সূরা ও প্রবর্তী ছয়টি সূরা মিলে একটি বিশেষ গ্রন্থ গঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি সূরা 'হা-মীম' সংকেত দ্বারা শুরু হয়েছে। এর দ্বারা বুরো যায়, সূরাগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

২৫৯৩। 'তাউল' অর্থ দয়া দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব, সীমাহীন প্রাচুর্য, ক্ষমতা, ধন-সম্পদ, উন্নতি (লেইন)।

২৫৯৪। বিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে যে অবিশ্বাসীদের জাঁকজমক ও এই জাগতিক ক্ষমতার চাকচিক্য যেন তাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। এইসব বস্তুগত চাকচিক্য বেশী দিন থাকবে না।

৭। **ক**.আর অস্বীকারকারীদের ওপর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের এ সিদ্ধান্ত এভাবেই সত্য প্রমাণিত হলো যে তারা আগনের অধিবাসী ।

৮। **খ**.যারা ‘আরশ’ বহন করে চলেছে<sup>২৫৯৫</sup> এবং যারা এর চারদিকে রয়েছে তারা প্রশংসাসহ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য (এই বলে) ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি (নিজ) কৃপা ও জ্ঞান দিয়ে সব কিছু ঘিরে রেখেছ। অতএব যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে তাদের ক্ষমা কর এবং জাহানামের আয়াব থেকে তাদের রক্ষা কর ।

৯। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যেসব চিরস্থায়ী জান্মাতের প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে রেখেছ তুমি এতে তাদের প্রবেশ করাও এবং **গ** তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের জীবন সাথী<sup>২৫৯৬</sup> এবং তাদের সন্তানসন্তির মাঝে যারা পুণ্যবান তাদেরও (প্রবেশ করাও)। নিশ্চয় তুমিই মহাপ্রাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় ।

১০। আর তুমি তাদের পাপ থেকে রক্ষা কর। **ঘ**.আর তুমি যাকে সেদিন পাপের (পরিগতি) থেকে রক্ষা করবে সেক্ষেত্রে **ঙ** অবশ্যই তুমি তার প্রতি অনেক কৃপা করে থাকবে। আর **১০** এটাই অনেক বড় সফলতা ।'

**★ ১১**। যারা অস্বীকার করেছে নিশ্চয় তাদের ডেকে বলা হবে, ‘তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ঘৃণার তুলনায় (তোমাদের প্রতি) আল্লাহর ঘৃণা অনেক বড়। (কারণ) তোমাদের যখন ঈমানের দিকে ডাকা হতো তোমরা অস্বীকার করতে<sup>২৫৯৭</sup> ।

وَكَذِلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا  
أَنْهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْتَعْوَنُ بِمَنِ  
رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَعْفِفُونَ لِلَّذِينَ  
أَمْنَوْا رَبِّيَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَهُ وَعِلْمًا  
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَيِّنَلَكَ وَفِيمْ  
عَذَابَ الْجَحْنَمِ ⑤

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ بِحَيْثُ أَنْتُ عَذَابِنِي وَعَذَابَهُمْ  
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ  
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥

وَقِهِمُ الشَّيَّاطِينَ وَمَنْ تَقَى الشَّيَّاطِينَ يَوْمَئِنِ  
نَقْدُ رَحْمَتِهِ طَوْ ذِلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑦

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَّا قُتُلُوا أَكْثَرُ  
مِنْ مَقْتِلِهِمْ أَنْفَسَكُمْ إِذْ تُذَلَّعُونَ إِلَى الْأَيْمَانِ  
نَكْفُرُونَ ⑧

দেখুন : ক. ১০৪৩৪, ৯৭ খ. ৩৯৪৭৬; ৬৯৪১৮ গ. ১৩৪২৪; ৫২৪২২ ঘ. ৬৪১৭।

২৫৯৫। ‘আরশ’ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলার ঐসব গুণবলীকে বুঝায়, যা একান্তভাবেই তাঁরই যা অন্য কোন প্রাণী বা মানুষের মাঝে সামান্য পরিমাণেও পাওয়া যাবে না (১৯৬, ১২৩৩ টাইকাদ্বয়)। ‘যারা আরশ বহন করে চলেছে’ এই কথাগুলোর অর্থঃ এ সকল সত্তা বা ব্যক্তিগৰ্গ যাঁদের মাধ্যমে এই সকল গুণবলী প্রকাশিত হয়। যেহেতু থাকৃতিক নিয়ম-কানুন ফিরিশ্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেহেতু নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছায়, সেহেতু আল্লাহ তাআলার “আরশ-বহনকারী বলতে ফিরিশ্তা এবং নবীগণকে বুঝাতে পারে এবং ‘যারা এর (আরশের) চারদিকে রয়েছে’ বলতে ঐসব অধীনস্থ ফিরিশ্তা যারা বড় বড় ফিরিশ্তাগণের কাজে সাহায্য করেন তাদেরকে বুঝাতে পারে অথবা নবীগণের সত্যিকারের অনুসারীরা যারা আল্লাহর বাণী ও নবীগণের শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করে থাকেন তাদেরকে বুঝাতে পারে (দেখুন টাইকা ১৯৮৬)।

২৫৯৬। এই আয়াতটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিবৃত হয়েছে। এই পৃথিবীতে একাকী কোন কাজ সম্পাদন বা কোন কৃতকার্যতা অর্জন সম্ভব নয়। এতে জানা-অজানা আরও অনেকের অবদান থাকে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে। কৃতকার্যতা অর্জনে বা কর্ম সম্পাদনে প্রাথমিকভাবে যাদের সাহায্য বিজড়িত থাকে তারা হলো পিতা-মাতা ও স্ত্রী পুত্র। সেইজন্য এই নিকটতম আঙ্গীয়রাও সংকর্মশীল মুম্বিন ব্যক্তিগণের উপর বর্ষিত নেয়ামতসমূহ উপভোগে অংশীদার হবে।

২৫৯৭ টাইকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২। তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! \*তুমি আমাদের দুবার মৃত্যু দিয়েছ<sup>১৫৯৮</sup> এবং দুবারই জীবন দান করেছ। অতএব আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করছি। তাহলে (বলে দাও, এ থেকে) বেরবার কি কোন পথ আছে?

★ ১৩। তোমাদের এ (অবস্থার) কারণ হলো, এক-অধিতীয় আল্লাহ সম্পন্নে \*যখন ঘোষণা করা হতো তোমরা (এ আহ্বান) অস্বীকার করতে। কিন্তু তাঁর সাথে যখন অংশীদার সাব্যস্ত করা হতো তোমরা তা বিশ্বাস করতে। কিন্তু (শেষ) সিদ্ধান্ত অতি উচ্চ ও অতি মহান আল্লাহরই হাতে।

১৪। \*তিনিই তাঁর নির্দশনাবলী তোমাদের দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে রিয়ক<sup>১৫৯৯</sup> অবতীর্ণ করেন। সে-ই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে, যে (আল্লাহর দিকে) বিনত হয়।

★ ১৫। অতএব অস্বীকারকারীরা অপছন্দ করলেও আল্লাহর প্রতি \*অকৃত্রিম বিশ্বাস নিয়ে তোমরা তাঁকে ডাক।

★ ১৬। (তিনি) মর্যাদায় উণ্মীত করেন (এবং তিনি) আরশের অধিপতি<sup>১৬০০</sup>। \*তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান নিজ আদেশে তার প্রতি রহ অবতীর্ণ করেন যেন সে (তাঁর) সাথে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে,

দেখুন : ক. ৩০:৪১ খ. ৩৯:৪৬ গ. ৩০:২৫ ঘ. ২৯:৬৬; ৩১:৩৩; ৯৮:৬ ঙ. ১৬:৩; ৯৭:৫।

২৫৯৭। এটি মানুষের প্রকৃতি, যখন সে তার অপকর্মের জন্য সাজা প্রাপ্তির সম্মুখীন হয় তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। অবিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যখন শাস্তির মুখোমুখী হবে তখন তারাও নিজেদের প্রতি বিরক্ত হবে। কিন্তু ক্ষাময়, দয়াময় আল্লাহ তাআলা এর চাইতেও বেশী বিরক্ত হয়েছিলেন তখন যখন তারা আল্লাহর প্রেরিত বাণীকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষকে বিরোধিতা বশত অত্যাচার করেছিল।

২৫৯৮। জন্মের পূর্বাবস্থার অনন্তিত্ব এক প্রকারের মৃত্যু এবং এই জীবনের অবসান মানুষের দ্বিতীয় মৃত্যু। জন্ম ও পুনুরুত্থান দুটি জীবন বিশেষ।

২৫৯৯। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় প্রকারের খাদ্যই আকাশ থেকে আসে। পানি যার উপর সর্ব প্রকারের জীব ও জীবন নির্ভরশীল, (২১:৩১) তাও আকাশ থেকেই আসে। তেমনিভাবে ঐশ্বি-বাণী, যার উপর আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভরশীল, তা-ও আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

২৬০০। “যুল আরশ” (আরশের অধিপতি), “যুর রহমত” (করণার অধিপতি) এর মতই একটি কথা। সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে যে “আরশ” একটি জড় বস্তু। এই কথা দ্বারা সেই ভুল ধারণা নাকচ হয়ে যায়।

قَالُوا رَبِّنَا أَمْتَنَا اثْنَيْنِ وَأَحِيتَنَا اثْنَيْنِ  
فَاعْتَرَفْنَا بِذِنْبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ قِبْلَةٍ  
سَبِيلٌ<sup>⑩</sup>

ذِلِّكُمْ يَأْتِهِ إِذَا دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ  
وَإِنْ يُشْرِكْنِي بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ  
الْكَبِيرِ<sup>⑪</sup>

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ  
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ<sup>⑫</sup>

فَادْعُوا اللَّهَ فُلْكِصِينَ لَهُ الْتِينَ وَلَوْكَرَةَ  
الْكَفَرُونَ<sup>⑬</sup>

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ جِيلْقِي  
الرُّؤْحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ<sup>⑭</sup>

★ ১৭। যেদিন তারা (সবাই) বেরিয়ে আসবে। তখন আল্লাহর কাছে তাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। আজ আধিপত্য কার? এক-অঙ্গীয় প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহরই।

১৮। <sup>গ</sup>প্রত্যেক প্রাণ যা সে অর্জন করেছে আজ তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কোন অবিচার করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

১৯। <sup>ষ</sup>আর তুমি সেই আসন্ন (শাস্তির) দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক কর যখন দুঃখ ও ভয়ে প্রাণ কর্তৃতালী পর্যন্ত উঠে আসবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধ এবং এমন কোন সুপারিশকারী হবে না যার কথা শুনা হবে।

২০। তিনি <sup>ঙ</sup>চোখের অপব্যবহার সম্পর্কে<sup>২৬০০-ক</sup> জানেন এবং বক্ষ যা গোপন করে (তা-ও জানেন)।

★ ২১। আর আল্লাহই ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করেন, অথচ তারা <sup>১১]</sup> আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা কোন বিচারই করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদষ্ট।

★ ২২। <sup>চ</sup>তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি, তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদের ধরে ফেললেন এবং আল্লাহর (হাত) থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না।

২৩। এর কারণ হলো, <sup>চ</sup>তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলীসহ তাদের কাছে আসতে থাকা সত্ত্বেও তারা অঙ্গীকার করেছিল। অতএব আল্লাহ তাদের ধরে ফেললেন। নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী (ও) শাস্তি দানে কঠোর।

দেখুন : ক. ৩৪৬; ১৪৪৩৯ খ. ১৮৪৪৫; ৪৮৪১৫; ৮২৪২০ গ. ১৪৪৫২; ৪৫৪২৩; ৭৪৪৩৯ ঘ. ১৯৪৪০ ঙ. ২৭৪৭৫; ২৮৪৭০ চ. ২২৪১০; ২২৪৪৭; ৩৫৪৪৫; ৪৭৪১ ছ. ২৩৪৪৫; ৪১৪১৫।

২৬০০-ক। বিরাগের দৃষ্টি, রাগের রক্ত-চক্ষু, অবহেলার দৃষ্টি অথবা কামনা-বাসনার দৃষ্টি।

يَوْمَ هُمْ بِأَرْزُقَنَهُ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ  
مِنْهُمْ شَيْءٌ إِنَّمَا يَعْلَمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ دِينُهُ  
الْوَاجِدُ لِلْقَهَّارِ<sup>১৪)</sup>

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ دَلَّا  
ظُلْمًا الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ<sup>১৫)</sup>

وَ آنِيَّةُهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذْ  
الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَهُ  
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ كَلَ شَفِيعٍ  
يُطَاءِ<sup>১৬)</sup>

يَغْلِمُ خَائِنَةً أَلَّا غَيْرُهُنَّ وَ مَا يُخْفِي  
الصُّدُورُ<sup>১৭)</sup>

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ  
يَدْعُونَ مِنْ دُوَيْهِمْ لَا يَقْضُونَ  
يُشَيِّئُهُمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ  
الْبَصِيرُ<sup>১৮)</sup>

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ كَانُوا  
مِنْ قَبْلِهِمْ دَكَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ  
قُوَّةً وَ أَثْنَارًا فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمْ  
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ  
اللَّهِ مِنْ دَاقِ<sup>১৯)</sup>

ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَانُوا تَأْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبُشِّرَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمْ  
اللَّهُ قَوِيًّّا شَدِيدُ الْعَقَابِ<sup>২০)</sup>

২৪। \*আর নিশ্চয় আমরা মুসাকেও আমাদের নির্দশনাবলী  
এবং সুস্পষ্ট (ও) শক্তিশালী প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম

২৫। ফেরাউন, হামান ও কারনের প্রতি ২৬০। কিন্তু তারা  
বললো, '(এ তো) যাদুকর (এবং) চরম মিথ্যাবাদী।'

★ ২৬। \*আর সে যখন আমাদের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে তাদের  
কাছে এল তারা বললো, 'যারা এর সাথে ঈমান এনেছে  
তাদের পুত্রদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত  
রাখ।' আর অধীকারকারীদের ষড়যন্ত্র কেবল নিষ্কলই হয়ে  
থাকে।

★ ২৭। আর ফেরাউন বললো, 'মুসাকে হত্যা করার জন্য  
আমাকে ছেড়ে দাও এবং সে তার প্রভু-প্রতিপালককে  
(সাহায্যার্থে) ডাকুক।' \*আমি আশংকা করছি সে তোমাদের  
ধর্ম পরিবর্তন করে না বসে অথবা দেশটা নৈরাজ্য ও  
(কলুষতায়) ডুবিয়ে না দেয়।

৩ [৭] ২৮। আর মুসা বললো, \*হিসাবের দিনে বিশ্বাস রাখে না  
এরূপ প্রত্যেক অহংকারীর কাছ থেকে নিশ্চয় আমি আমার  
প্রভু-প্রতিপালক ও তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয়  
চাই ২৬০২।

২৯। আর ফেরাউনের বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে নিজের  
ঈমান গোপন করে আসছিল ২৬০৩ সে বললো, "তোমরা কি এক  
ব্যক্তিকে কেবল এ জন্যই হত্যা করবে যে সে বলে, 'আমার  
প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ' এবং সে তোমাদের কাছে তোমাদের  
প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছে?  
চসে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হলে নিশ্চয় তার মিথ্যার (কুফল)  
তারই ওপর বর্তাবে। কিন্তু সে সত্যবাদী হয়ে থাকলে যেসব  
(আপদ বিপদের) বিষয়ে সে তোমাদের সতর্ক করে এর কোন  
কোনটি অবশ্যই তোমাদের ওপর নেমে আসবে।  
সীমালজনকারী (ও) ঘোর মিথ্যাবাদীকে নিশ্চয় আল্লাহ  
হেদয়াত দেন না।\*

দেখুন : ক. ২৩:৪৬ খ. ২৯:৪০ গ. ৭:১২৮ ঘ. ২০:৬৪; ২৬:৩৬ ঙ. ৪৪:২১ চ. ৬৯:৪৫,৪৭।

২৬০১। 'কারন' ও হামান' নামগুলোর জন্য ২১৯৮ ও ২২৩১ টীকাদ্য দেখুন। প্রত্যেক নবীকেই ফেরাউন, হামান ও কারনের মোকাবিলা  
করতে হয়েছে। এই নামগুলো যথাক্রমে ক্ষমতা, পৌরহিত্য ও ধনবলকে বৃত্তাতে পারে। ফেরাউন ক্ষমতা-দণ্ডের প্রতীক, হামান  
পুরোহিতবাদের প্রতীক এবং কারন ধন-সংপ্রয়বাদের প্রতীক। অপ্রতিহত রাজনৈতিক ক্ষমতা, দাস সুলভ পুরোহিতবাদ এবং অবাধ ধনবাদ  
যুগে যুগে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পথে বড় বাধা হয়ে এসেছে। আর সেই জন্যই ঐশ্বী  
সংক্ষারকগণ প্রতি যুগেই এই বিরূপ ও বিরোধী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছেন।

২৬০২। আল্লাহ তাআলাই তাঁর মনোনীতগণের ও নবীগণের পরম আশ্রয়স্থল। যখন তাঁরা চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার ও নৈরাশ্যেই দেখতে  
পান এবং কুচক্ষি শক্তিগুলো যখন তাঁদের প্রচারিত সত্যকে মুছে ফেলার সংকল্পে অটল পর্বতের মত একত্রে খাড়া হয় তখন তাঁরা তাঁদের  
প্রভুর দুয়ারেই ধর্ণা দিয়ে থাকেন।

২৬০৩। এই মু'মিন লোকটি তার ঈমানের কথা এইজন্যই গোপন রেখেছিলেন যাতে কোন উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশ করতে পারেন।  
যেরূপ সাহসিকতার সঙ্গে তিনি ফেরাউনের লোকজনের সামনে তার বিশ্বাস প্রকাশ করলেন এবং যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করলেন তাতে  
এই কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে এতদিন তিনি যে নিজের বিশ্বাসকে প্রকাশ করেননি তার কারণ ভয় ভীতি ছিল না বরং অন্য কিছু ছিল।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا مُوسَى إِيمَانَنَا وَسُلْطَنِ  
مُسِينِ<sup>(১)</sup>

إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا  
سِحْرٌ كَذَابٌ<sup>(২)</sup>

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا  
أَقْتُلُوهُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
وَاسْتَحْيِوْا يَسَّاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ  
الْكُفَّارِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ<sup>(৩)</sup>

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرْنِي آقْتُلُ مُوسَى  
وَلَيَذْهُءَ رَبَّهُ رَأَيْتَ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ  
دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ  
الْفَسَادَ<sup>(৪)</sup>

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ  
قِنْ كُلِّ مُشْكِرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ  
الْحِسَابِ<sup>(৫)</sup>

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَدْ مَنَ أَلِ فِرْعَوْنَ  
يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ  
يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُنْ  
كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ  
صَادِقًا فَإِنَّهُ صَبَّلْمَ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُ كُمْ دَارَ  
اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ كَذَابٌ<sup>(৬)</sup>

৩০। হে আমার জাতি! আজ তোমাদেরই রাজত্ব। কারণ দেশে তোমরা প্রভাবশালী হয়ে পড়ছ। কিন্তু আল্লাহর আয়াব আমাদের ওপর নেমে এলে তা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) কে আমাদের সাহায্য করবে?’ ফেরাউন বললো, ‘আমি যা বুঝি তা-ই তোমাদের বুঝাচ্ছি। আর আমি তোমাদের কেবল সঠিক পথই দেখাচ্ছি।’

★ ৩১। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে বললো, ‘হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য বড় বড় জাতির (দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির) দিনের মতই (দিনের) আশঙ্কা করছি,

৩২। (যে পরিণতি) ক্ষনুহের জাতি, আদ ও সামুদ (জাতি) এবং তাদের পরবর্তীদের হয়েছিল। আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের ওপর অবিচার করতে চান না।

★ ৩৩। আর হে আমার জাতি! আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের আশঙ্কা করছি যখন লোকেরা একে অপরকে (সাহায্যার্থে) ডাকাডাকি করবে<sup>২৬০৪</sup>।

৩৪। সেদিন তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালাবে এবং আল্লাহর (হাত) থেকে তোমাদের কোন রক্ষাকারী হবে না। আল্লাহ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

৩৫। আর নিশ্চয় তোমাদের কাছে ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলী নিয়ে ইউসুফও এসেছিল। কিন্তু সে তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিল সে সম্পর্কে তোমরা সব সময় সন্দেহে পড়ে রইলে। অবশেষে সে যখন মারা গেল তোমরা বলতে আরম্ভ করলে, ‘এখন তার পরে আল্লাহ কখনো কোন রসূল পাঠাবেন না’<sup>২৬০৫</sup>। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক সীমালজ্ঞনকারী (এবং) সন্দেহ পোষণকারীকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন।

يَقُوْمٌ لَّكُمُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ  
فِي الْأَرْضِ رَفَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَآيِسِ  
إِنَّهُ إِنْ جَاءَتْنَا مَعَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا  
أُرِيْكُمْ إِلَّا مَا أَذَى وَمَا أَهْرِيْكُمْ  
إِلَّا سِيْئَلَ الرَّشَادَ<sup>⑩</sup>

وَقَالَ الَّذِيْنِ آمَنَ يَقُوْمٌ رَّاهِيْنَ أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمَ إِلَّا نَزَابٍ<sup>⑪</sup>

مِثْلَ دَأِبِ قَوْمٌ نُؤْجِ وَعَالِدٌ وَشَمُوذٌ  
وَالَّذِيْنِ مِنْ بَعْدِهِمْ دَمَّا اِنَّهُ يُرِيْدُ  
ظُلْمًا لِّلْجَاهِيْنَ<sup>⑫</sup>

وَيَقُوْمٌ رَّاهِيْنَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ  
الشَّنَادِ<sup>⑬</sup>

يَوْمَ تُوَلَّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ قِنَّ اِنَّهُ مِنْ  
عَاصِمٍ وَمَنْ يَضْلِيْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ<sup>⑭</sup>

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلٍ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زَلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا  
جَاءَكُمْ بِهِ دَحْشَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ  
لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا  
كَذَلِكَ يُضْلِيْلِ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ  
مُّرْتَابٌ<sup>⑮</sup>

দেখুন : ক. ১৯৭০; ১৪৪১০; ৫০৪১৩-১৫।

★ [এ আয়াতে যে মু'মিন ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ফেরাউনের আত্মীয় ও বড় সর্দারদের একজন ছিলেন। আর হ্যরত আছিয়ার ন্যায় তিনিও হ্যরত মুসা (আ:) এর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঈমান গোপন রেখেছিলেন।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ফেরাউন ও তার সর্দারেরা যখন হ্যরত মুসা (আ:)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখন তিনি তাঁর গোপন করে রাখা ঈমানের বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন এবং তাদের বুঝালেন তারা যেন তাদের এ কাজ থেকে বিরত হয়। তিনি এ যুক্তি উপস্থাপন করলেন, ‘তিনি’ (অর্থাৎ হ্যরত মুসা (আ:)) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তাঁর মিথ্যার কুফল তাঁরই ওপর বর্তাবে এবং যাঁর প্রতি তিনি মিথ্যা আরোপ করেছেন তিনিই তাঁকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু তিনি সত্যবাদী প্রতিপন্থ হলে তিনি যেসব আপন বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এগুলোর কোন কোনটি অবশ্যই তোমাদের পিছু নিবে, এমন কি তা তোমাদের ধৰ্ম করে দিবে। এ (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা) হলো সত্য নবীগণের এক স্থায়ী চিহ্ন এবং যেসব জাতির প্রতি নবীগণ প্রেরিত হন সেসব জাতির জন্যও এটি এক স্থায়ী উপদেশ। (হ্যরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৬। কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই যারা তাদের কাছে আগত আল্লাহ'র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তা আল্লাহ'র দৃষ্টিতে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের দৃষ্টিতেও অনেক বড় পাপ। এভাবে আল্লাহ' প্রত্যেক অহংকারী (এবং) কঠোর উদ্ধৃত ব্যক্তির হাদয়ে মোহর মেরে দেন”।

★ ৩৭। আর ফেরাউন বললো, “হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর যেন আমি পথে উঠার সামর্থ লাভ করি,

★ ৩৮। (অর্থাৎ) আকাশে উঠার পথ যাতে আমি মূসার উপাস্যকে<sup>২৬০৩</sup> এক নজর দেখতে পাই। আর আমি তাকে নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী মনে করি।’ আর এভাবেই ফেরাউনকে ৪ তার মন্দ কাজ সুন্দর করে দেখানো হয়েছিল এবং তাকে (সৃ)  
[১০] পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। আর ফেরাউনের চেষ্টাপ্রচেষ্টা  
৯ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

৩৯। আর সেই ব্যক্তি যে ঈমান এনেছিল (সে) বললো, ‘হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাবো।

৪০। হে আমার জাতি! গ্র পার্থির জীবন (তো) সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মাত্র। আর নিশ্চয় পরকালই হলো উপযুক্ত আবাসস্থল<sup>২৬০৭</sup>।

দেখুন : ক. ২৮:৩৯ খ. ২৮:৩৯ গ. ৩:১৫; ৯:৩৮; ১৬:১১৮; ২৮:৬১।

২৬০৪। যেদিন মানুষ ভীত-বিহুল হয়ে দিক-বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকবে বা যেদিন তারা পরম্পরের বিরোধিতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষবশত পৃথক হয়ে যাবে বা যেদিন তারা পরম্পর পরম্পরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাবে (আকরাব)।

২৬০৫। শ্রবণাতীত কাল থেকে নবীগণ আসছেন। কিন্তু মানুষের চিন্তার বিকার এইই প্রবল যে যখনই কোন নূতন নবীর আগমন হয় তখনই মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করে এবং তাঁর বিরোধিতায় লেগে যায়। আর যখন সেই নবী মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর অনুসারীরা বলতে আরম্ভ করে দেয় যে এরপর আর কোন নবী আসবেন না, ওই বা ঐশ্বী-বাণীর দুয়ার চিরতরে বক্ষ হয়ে গেছে।

২৬০৬। ফেরাউন ঠাট্টা করে বললো, সে উচ্চ স্তুতি বয়ে আকাশে উঠবে এবং মুসা (আঃ) এর আল্লাহ'কে স্বচক্ষে দর্শন করবে। এইরূপ দণ্ডপূর্ণ বিদ্রোহের উত্তর আল্লাহ' এইভাবেই দিলেন যে আল্লাহ' তাআলা তাঁর শক্তির একবলক দেখাতেই ফেরাউন সাগরের অতল তলে ডুবে মারা পেল।

২৬০৭। ‘বিশ্বাসী’ মানবিকির দৃঢ় বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে, সতিকার ঈমান আনয়নকারীরা নিজেদের প্রত্যয়ে এত দৃঢ়তা রাখেন যে কোন কিছুই তাদেরকে ঐ বিশ্বাস থেকে অপসারিত করতে পারে না। সেই পর্বত সদৃশ অটল বিশ্বাসের কারণেই তারা সানন্দে দুঃখ-কষ্ট ও নিয়াতন সহ্য করার শক্তি সামর্থ্য পেয়ে থাকেন।

إِلَّاَذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي أَيْتِ اللَّهِ يُغَيِّرُ  
سُلْطَنٍ أَتَهُمْ كَبُرَ مَقْتَنًا عِنْدَ اللَّهِ وَ  
عِنْدَ الَّذِينَ أَمْتُواهُمْ كَذِلَّكَ يَطْبَعُ اللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُشَكِّرٍ جَبَّارٌ<sup>(১)</sup>

وَقَالَ فِرْزَعُونَ يَهَا مِنْ أَبْنَىٰ لِي صَرْحًا  
لَعَلَّنِي أَبْلُغُ أَلَا نَبَابٌ<sup>(২)</sup>

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ  
مُوسَىٰ وَرَأَيَ لَأَظْنَهُ كَذِبًا وَكَذِلَكَ  
رُتِّنَ لِفِرْزَعَوْنَ سُوْءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ  
السَّيِّئِلِ وَمَا كَيْنُدُ فِرْزَعَوْنَ إِلَّا فِي  
تَبَابٍ<sup>(৩)</sup>

وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَقُولُمْ اتَّبِعُوْنِ  
آهِهِ كُمْ سِيِّلَ الرَّشَادَ<sup>(৪)</sup>

يَقُولُمْ إِنَّمَا هُدِيَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا  
مَتَّاعُ زَوَّانَ الْأُخْرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ<sup>(৫)</sup>

৪১। ক্ষে-ই মন্দ কাজ করবে তাকে কেবল এরাই সমান প্রতিফল দেয়া হবে। আর পুরুষ ও নারীর মাঝে যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে এরাই জানাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের অপরিমিত রিয়্ক দান করা হবে<sup>২৬০৮</sup>।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا  
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثِي  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ يُرَزَّقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ  
حَسَابٍ<sup>(৩)</sup>

৪২। আর হে আমার জাতি! ‘এ কেমন কথা আমি তোমাদের পরিত্রাণের দিকে ডাকছি, অথচ তোমরা আমাকে আগনের দিকে ডাকছ!

৪৩। তোমরা আমাকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আর আমি তো তোমাদেরকে মহা পরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল (আল্লাহর) দিকে ডাকছি।

وَلِيَقُومَ مَا لَيْلَ آذْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوِهِ  
وَتَذْعُوتَنِي إِلَى النَّارِ<sup>(৩)</sup>

تَذْعُوتَنِي لَا كُفْرَ بِإِلَهِي أُشْرِكَ بِهِ  
مَا لَيْلَ إِلَيْهِ عَلَمْ زَوْ آنَا آذْعُوكُمْ  
إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَارِ<sup>(৩)</sup>

৪৪। এতে কোন সন্দেহ নেই, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ ইহকালেও এবং পরকালেও তাকে ডাকার কোন বৈধতা নেই<sup>২৬০৮-ক</sup>। আর আল্লাহর দিকে নিশ্চয় আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং সীমালংঘনকারীরাই আগনের অধিবাসী হবে।

لَاجْرَمَ أَنَّمَا تَذْعُوتَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ  
لَهُ دَعْوَةً فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ  
وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ  
الْمُشْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ<sup>(৩)</sup>

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْوَضُ  
أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصَنِيرٍ  
بِالْعِبَادِ<sup>(৩)</sup>

فَوْقَهُ اللَّهُ سَيِّاتٌ مَا مَكَرُوا وَ حَاقَ  
بِيَأْلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ<sup>(৩)</sup>

النَّارُ يُخَرِّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَ  
عَشِيَّاً وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّائِعَةُ  
أَدْخِلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ<sup>(৩)</sup>

৪৫। সুতরাং আমি তোমাদের যা বলছি তা তোমরা অবশ্যই স্মরণ করবে। আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন”।

৪৬। অতএব তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন এবং ভয়ংকর আযাব ফেরাউনের অনুসারীদের ঘিরে ফেললো,

৪৭। (অর্থাৎ) আগুন। এর সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিত করা হয়<sup>২৬০৯</sup>। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে,) ‘ফেরাউনের অনুসারীদের কঠোরতম আযাবে ফেলে দাও’।

দেখুনঃ ক. ১০৮২৮, ৪৪১২৪ খ. ৪৪১২৫

২৬০৮। অবিশ্বাসীদের মন্দ কর্মের প্রতিফল ও শান্তি এ মন্দকর্মের সমানুপাতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের সৎকর্মের পুরক্ষার হবে অসীম ও অফুরন্ত। ইসলাম ধর্মে বেহেশ্ত ও দেৱাখের ধারণা এটাই।

২৬০৮-ক। তাকে ডাকা উচিত নয়, তাকে উপাস্য মান্য করা অনুচিত, সে উপাস্য হওয়ার দাবীর অধিকারী নয়।

২৬০৯। ‘সেই আগুন, যার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিত করা হয়’ এই বাক্যটি দ্বারা অবিশ্বাসীদের ঐ সব শান্তির কথা বুঝাচ্ছে যা তারা ‘বরযথে’ থাকা অবস্থায় ভোগ করবে। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সাময়িক অবস্থাকে ‘বরযথ’ বলা হয়ে থাকে, যেখানে শান্তির

৪৮। ক্ষার তারা যখন আগনের মাঝে (পড়ে থাকা অবস্থায়) বিতর্ক করতে থাকবে তখন দুর্ল লোকেরা অহংকারীদের বলবে, ‘আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। অতএব খামাদের কাছ থেকে তোমরা কিছুটা আগুন সরাতে পার কি?’

৪৯। গ্যারা অহংকার করেছিল তারা বলবে, ‘আমরা সবাই তো এ (আগনে) পড়ে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের মাঝে যথাযথ বিচার করে দিয়েছেন।’

৫০। আর যারা আগনে থাকবে তারা জাহানামের প্রহরীদের বলবে, ‘তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর যেন তিনি কোন একটি দিনের জন্য হলেও আমাদের ওপর থেকে কিছুটা আযাব লাঘব করে দেন।’

৫১। তারা বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি তোমাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নির্দশনাবলীসহ আসেনি?’ তারা বলবে, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই [১৩] (এসেছিল)।’ এতে তারা (অর্থাৎ প্রহরীরা) বলবে, ‘তাহলে ১০ দোয়া কর।’ খিন্তু কাফিরদের দোয়া বৃথাই যায়।<sup>১০</sup>

৫২। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে (সে দিনও) সাহায্য করবো।<sup>১১</sup>

৫৩। সেদিন যালেমদের ওয়রআপন্তি তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের ওপর অভিসম্পাত হবে এবং তাদের আবাসস্থল হবে নিকৃষ্ট।

৫৪। জ্ঞার নিশ্চয় আমরা মূসাকে হেদায়াত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাইলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম,

দেখুন ৪ ক. ৭৩৩১, ১৪৪২২, ৩৪৩২ খ. ১৪৪২২ গ. ৭৪০, ৩৪৩৩ ঘ. ২৩৪১০৬, ৩৯৪৭২, ৬৭৪৯-১০ শ. ১৩৪১৫ চ. ১০৪১০৪, ৩০৪৪৮, ৫৪৪২২ ছ. ১৩৪২৬ জ. ২৪৪৮, ১৭৪৩, ২৩৪৫০, ৩২৪২৪।

কষ্ট বা পুরকারের আনন্দ অপরিপূর্ণ থাকে। বেহেশ্ত ও দোয়খের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে কিয়ামতের দিন, যে দিন মানুষের শেষ বিচার হবে।

২৬১০। অবিশ্বাসীর চেষ্টা-তদ্বীর ও দোয়া যা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, তা কখনো ফলপ্রদ হয় না। অবিশ্বাসীদের সকল প্রকারের চেষ্টা ও প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না, শুধু নবীগণের বিরুদ্ধে যা করা হয় তা-ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা দুঃখী ও ব্যথিত মানুষের আকুল আক্রান্তে সাড়া দিয়ে থাকেন, সেই ব্যথিত মানুষ বিশ্বাসীই হোক বা অবিশ্বাসীই হোক (২৭৪৩)।

২৬১১। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা থ্রিশৃঙ্খল দিচ্ছেন, তিনি তাঁর প্রেরিত পুরুষ ও অনুসারীদেরকে নিশ্চয়ই সাহায্য-সহায়তা করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র যতই প্রবল হোক না কেন তা অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন।

★[আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণকে (আ:) নিশ্চিতভাবে তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত সাব্যস্ত করেছেন। ‘ইয়াওমা ইয়াকুমুল আশহাদ’ বলতে কিয়ামত অর্থাৎ বিচার দিবস বুঝানো হয়েছে, যেদিন অপরাধীদের বিরুদ্ধে বহু অখন্দনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপিত হবে। (হ্যরত খলীফাতুল মসিহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

وَإِذْ يَتَحَاجَّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ  
الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ أَشْتَكَبُرُوا إِنَّا كُنَّا  
لَكُمْ بَعْدًا فَهُنَّ آنَّتُمْ مُّخْنُونَ عَنَّا  
تَصِينِيَا وَمِنَ النَّارِ<sup>④</sup>

قَالَ الَّذِينَ أَشْتَكَبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا  
إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ أَعْبَادِ<sup>⑤</sup>

وَقَالَ الَّذِينَ فِي السَّكِيرِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ  
إِذْ عَوَا رَبِّكُمْ يَعْقِفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ  
الْحَدَابِ<sup>⑥</sup>

قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ  
يَا بَتِّئِيلٍ قَالُوا بَلٌ مَا لَكُوْنَا فَإِذْ عَوَاهُ  
وَمَكَدْعَعُوا الْكُفَّارِ إِنَّا لَمْ فِي ضَلَالٍ<sup>⑦</sup>

إِنَّا لَنَنْصُرُ سُلْطَانَ الَّذِينَ أَمْنُوا  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ  
أَلْهَشَادُ<sup>⑧</sup>

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ  
وَلَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ<sup>⑨</sup>

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْمُهَذِّي وَأَوْزَفْنَا  
بِزَيْنِ رَسَّارَ إِيْلَ الْكِتَبِ<sup>⑩</sup>

৫৫। যা ছিল বুদ্ধিমানদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

هُدًى وَذِكْرٍ لِّلْأُولَئِكَ<sup>①</sup>

৫৬। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তোমার ভুলক্ষটির ২৩১২ জন্য ক্ষমা চাও ২৬১২-ক এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি প্রশংসাসহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّاَسْتَغْفِرُ  
لِذَنِيْكَ وَ سَبِيْغُ بِحَمْدِ رَبِّكَ  
بِالْعَشِيْيِّ وَ اَلْأَدْبَكَ<sup>②</sup>

৫৭। কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই যারা নিজেদের কাছে আগত আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে নিশ্চয় তাদের অন্তরে ২৬১৩ কেবল মহানত্বের এক উন্নত ধারণা রয়েছে, যা তারা কখনো অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

إِنَّ الْجِئْنَ يُجَادِلُونَ فِي أَيْتِ اللَّهِ  
بِعَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ إِنْ فِي  
صُدُورِهِمْ لَا كِبِيرٌ مَّا هُمْ بِالْخَيْرِ  
فَاسْتَغْفِرُ بِإِنْ شِيْءٍ إِنَّهُ هُوَ السَّمِينُ  
الْبَصِيرُ<sup>③</sup>

৫৮। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানব সৃষ্টির তুলনায় অবশ্যই অনেক বড় ২৬১৪ (ব্যাপার)। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
خَلَقَ النَّاسَ  
لِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ<sup>④</sup>

দেখুন : ক. ৩০৯৬১ খ. ৪০৯৩৬

২৬১২। ‘গাফারাল মাতাআ’ অর্থ সে মালামালগুলো থলিতে রাখলো, ঢাকলো ও রক্ষা করলো। গুরুবান ও মাগফিরাত দুটি শব্দই ক্রিয়া-বিশেষ্য ‘গাফার’ থেকে উৎপন্ন। দুটি শব্দ দ্বারাই “নিরাপত্তাদান ও সরক্ষণ” বুঝায়। মিগ্ফার অর্থ ‘হেলমেট’ যা মন্তককে রক্ষা করে। ‘যান্ব্ অর্থ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বা সাধারণ দোষ যা মানুষের প্রকৃতির সাথে জড়িত বা ক্ষতিকর ভুল-ভ্রান্তি। ‘যানবাহ’ অর্থ সে স্বীয় পদ চিহ্ন অনুসরণ করে পথ চললো (লেইন ও মুফরাদাত)। ‘ইস্তিগ্ফার’ কেবল সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, বরং আল্লাহর পরিত্র ওলীগনের জন্যও প্রয়োজনীয়। এমনকি নবীগণের জন্যও ‘ইসতেগফার’ এর প্রয়োজন আছে। প্রথমোক্তগণ ‘ইস্তিগ্ফার’ করেন ভবিষ্যতের সংশ্লিষ্ট পাপ থেকে বাঁচার জন্য। আর শেষোক্তগণ ইস্তিগ্ফার করেন তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে সব মানব-সুলভ দুর্বলতা অস্তরায় রূপে দাঁড়াতে পারে সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য। নবী-রসূলগণও মানুষ। নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মানব-সুলভ দুর্বলতা ও ছেটখাট অনিষ্টাকৃত ক্রটি-বিচুরি কখনো কখনো ঘটতে পারে। সেই কারণে খোদার সাহায্যে ঐগুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের ইসতেগফার করার প্রয়োজন হয়। (২৭৬৫ টাকাও দেখুন)

২৬১২-ক। “যাম্বাকা” অর্থ তোমার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত পাপ, যে পাপ শক্রা অনর্থক তোমার প্রতি আরোপ করে, তোমার মানব-সুলভ দুর্বলতা। ২৭৬৫ টাকাও দেখুন।

২৬১৩। কিবর মানে অহঙ্কার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বড় ঘৃণ্যন্ত (লেইন)।

২৬১৪। বাগীরী, ইবনে হাজর ও অন্যান্য বিজ্ঞ পদ্ধতি ও তফসীরকারদের মতে ‘আন্যাস’ শব্দটি এখানে ‘দাজ্জালকে’ বুঝাচ্ছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যথা “আদম (আঃ) এর সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জাল অপেক্ষা বড় (ভয়াবহ) কিছু সৃষ্টি করা হয়নি (বুঝারী)।” এই হাদীস থেকে দাজ্জালের অসামান্য চাতুর্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কথা প্রকাশ পায়। যেহেতু দাজ্জালের অসামান্য প্রতারণা শক্তি ও মোহিনী ক্ষমতা থাকবে, সেই জন্য বিশ্বাসীগণকে পূর্ব হতেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তারা যেন দাজ্জালের প্রতারণা ও মোহিনী শক্তিতে মুক্ত হয়ে না পড়ে এবং দাজ্জালের ধন-সম্পদ, বাহ্যিক ক্ষমতা ও অনন্য সাধারণ চাকচিক্যে যেন ভীতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। এই হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, চূড়ান্ত অন্ধকারের সেই অশ্বত শক্তিসমূহ যেগুলোকে সম্মিলিতভাবে ‘দাজ্জাল’ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যতই ক্রান্ত-পূর্ণ, ক্ষমতাধর ও ভয়ঙ্কর হোক না কেন ইসলামের উন্নতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বরং পরিমাণে ইসলামের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে। অত্র আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ আলার কাছে মানব-সৃষ্টি এক অকিঞ্চিতকর ব্যাপার। অথচ মানুষ এত নগণ্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নিজের অহমিকা ও উন্নত্যের কারণে সে আল্লাহ তাআলার আহ্বানে সাড়া দিতে অঙ্গীকার করে বসে।

[১০]  
১১

৫৯। <sup>৩</sup>আর অক্ষ ও চক্ষুস্থান সমান হতে পারে না। এভাবেই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারা ও দুষ্কৃতকারীরা সমান হতে পারে না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

৬০। <sup>৪</sup>প্রতিশ্রুত মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

৬১। <sup>৫</sup>আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। আমার ইবাদত করা থেকে যারা নিজেদের উর্ধ্বে মনে করে তারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হয়ে জাহানামে প্রবেশ করবে।

৬২। <sup>৬</sup>আল্লাহই তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা এতে প্রশান্তি লাভ কর এবং দিন বানিয়েছেন দেখবার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৬৩। <sup>৭</sup>ইনিই হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং (বিপথে) তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

৬৪। হঠকারিতা করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের এভাবেই (বিপথে) ফিরিয়ে নেয়া হয়।

★ ৬৫। আল্লাহই প্রথিবীকে তোমাদের জন্য অবস্থানস্থল এবং আকাশকে নির্ভরশীলতার উপায় করে বানিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন পরম সুন্দর। আর তিনি তোমাদের স্বাস্থ্যকর রিয়্ক দান করেছেন। ইনিই হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহই হলেন মহিমারিত।

৬৬। তিনি চিরঙ্গীব (ও জীবনদাতা)। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাক। সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক।

وَمَا يَشْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ لَهُ  
الَّذِينَ أَصْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَ  
كَمَا لَمْ يَسْتَعِي مُؤْمِنٌ قَلِيلًا مَا تَعْدَ كَرُودُنَ<sup>④</sup>

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيهَةً لَا رَيْبَ فِيهَا  
وَلِكَيْنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>④</sup>

وَقَالَ رَبُّكُمْ إِذْ عَزَفْتِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ عَنِ عِبَادَتِي  
سَيِّدُ الْخُلُونَ جَمَنْتُمْ دَاخِرِينَ<sup>⑤</sup>

أَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَى لِتَشْكُنُوا  
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبِصِّرًا إِنَّ اللَّهَ  
لَذُو فَضْلِي عَلَى النَّاسِ وَلِكَيْنَ أَكْثَرُ  
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ شُوْفَكُونَ<sup>⑥</sup>

كَذِلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِأَيْتِ  
اللَّهِ يَجْحَدُونَ<sup>⑦</sup>

أَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا  
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَنَ  
صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ  
رَبُّ الْعَلَمِينَ<sup>⑧</sup>

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ  
مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينُ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
رَبِّ الْعَلَمِينَ<sup>⑨</sup>

৬৭। **ক**-তুমি বল, ‘নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের উপাসনা না করি যাদের তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডাক। কারণ আমার কাছে আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী এসে গেছে। আর আমাকে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণকারী হতে আদেশ দেয়া হয়েছে।’

৬৮। **খ**-তিনিই তোমাদের (সর্বথম) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছে<sup>২৬১৫</sup>, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ষণিভ থেকে (এবং) এরপর তিনি তোমাদের শিশুর আকারে বের করেন। তারপর (তিনি তোমাদের বড় করে তুলেন) যেন তোমরা যৌবনে পৌছ (এবং) এরপর যেন তোমরা বৃদ্ধে পরিণত হও। তোমাদের মাঝে এমনও আছে যাদের (এর) পূর্বেই মৃত্যু দেয়া হয়ে থাকে। আর (এ ব্যবস্থাপনা এ জন্য করা হয়েছে) যেন তোমরা নির্ধারিত মেয়াদে পৌছে যাও এবং তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

৬৯। **গ**-তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। আর তিনি যখন [৮] কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন **ঘ**-তখন একে কেবল একথা বলেন, ‘হয়ে যাও’ তখন তা হতে আরও করে এবং হয়েই **ঘ** থাকে<sup>২৬১৬</sup>।

৭০। তুমি কি একুপ লোক দেখনি, যারা আল্লাহর নির্দেশনাবলী সম্পর্কে **ঝ**-বিতর্ক করে? তাদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

৭১। যারা এ কিতাব প্রত্যাখ্যান করে এবং সেসব আদেশও (প্রত্যাখ্যান করে) যা দিয়ে আমরা আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি তারা অচিরেই (এর পরিণতি) জানতে পারবে

৭২। **ঝ**-যখন তাদের ঘাড়ে বেঁটি এবং শিকলও থাকবে (যেগুলো দিয়ে) তাদের হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে

৭৩। **ঝ**-ফুটত্ত পানিতে। এরপর তাদের আগুনে ফেলে দেয়া হবে।

দেখুন : ক. ৬৪৫৭, ৩৯৪৬৫ খ. ২২৪৬, ২৩৪১৩-১৫, ৩৫৪১২ গ. ২৪২৯, ২২৪৬৭, ৩০৪৪১ ঘ. ২৪১১৮, ৩৪৪৮, ১৬৪৪১, ৩৬৪৪৩ ঙ. ১৩৪১৪, ২২৪৯, ৩১৪২১ চ. ৩৬৪৯, ৭৬৪৫ ছ. ৫৫৪৪৫, ৭৮৪২৬

২৬১৫। ১৯৩২ টাকা দেখুন।

২৬১৬। এটাই জীবন ও মৃত্যুনকারী আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও আদেশ যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত-বৎ আরবরা মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে এখন নব-জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর এই আদেশকে কেউই টলাতে পারবে না।

فُلِ رَبِّي نُهِيَتْ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ  
تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي  
الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي زَوَّأْمِنْتْ أَنْ أُسْلِمَ  
لِرَبِّ الْعَلَمِينَ<sup>১৫</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ  
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ  
طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَادَكُمْ ثُمَّ  
لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ  
مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى  
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>১৬</sup>

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى  
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>১৭</sup>

أَللَّهُ تَرَالِي الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي  
آيَاتِ اللَّهِ وَآثِيَ يُضَرِّفُونَ<sup>১৮</sup>

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا  
أَرَسْلَنَا إِلَيْهِ رُسُلَنَا شَفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ<sup>১৯</sup>

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْلَمُ فِي آعْنَاقِهِمْ وَالسَّلِيلُ  
يُسْخَبِبُونَ<sup>২০</sup>

فِي الْحَمِيمَةِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُشَجَّرُونَ<sup>২১</sup>

৭৪। এরপর তাদের নিজেস করা হবে, 'কোথায় তারা যাদের তোমরা শরীক সাব্যস্ত করতে

৭৫। আল্লাহকে ছেড়ে? তারা বলবে, 'তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। বরং আমরা তো এর পূর্বে কোন কিছুকেই (আল্লাহর শরীক করে) ডাকতাম না।' এভাবেই আল্লাহ অস্বীকারকারীদের বিপথগামী সাব্যস্ত করেন।

৭৬। এর কারণ হলো, তোমরা প্রথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতে এবং দষ্টভরে চলাফেরা করতে।

৭৭। \*তোমরা জাহানামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর। (তোমরা) সেখানে এক দীর্ঘকাল থাকবে। সুতরাং অহংকারীদের ঠাঁই অতি মন্দ।

৭৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমরা যা দিয়ে তাদের সর্তক করি আমরা চাইলে এর কিছু কিছু তোমাকে দেখিয়ে দিব অথবা তোমাকে (এর পূর্বেই) মৃত্যু দিব। যা-ই হোক আমাদের দিকেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে<sup>২৬১৭</sup>।

৭৯। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও রসূলদের পাঠ্যেছিলাম। \*তাদের কারো কারো কথা আমরা তোমার কাছে উল্লেখ করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার কাছে উল্লেখ করিনি। \*আর কোন রসূলের পক্ষে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নির্দর্শন নিয়ে আসা সম্ভব নয়<sup>২৬১৮</sup>। তবে আল্লাহর আদেশ যখন এসে যাবে তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দেয়া হবে। আর তখন মিথ্যাবাদীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।\*

৮  
[১০]  
১৩

দেখুন : ক. ৪১:৪৯ খ. ১৬:৩০, ৩০:৭৩ গ. ১০:৪৭, ১৩:৪১, ৪৩:৪৩ ঘ. ৪:১৬৫ ঙ. ১৩:৩৯, ১৪:১২

২৬১৭। এই আয়াতে দুটি ধর্মীয় নীতি বর্ণিত হয়েছে : (১) সত্য পরিণামে নিশ্চয়ই জয় লাভ করে, তবে বিজয় আসার পূর্বে আল্লাহর মুঝিন বান্দাদেরকে বহুবিধ ত্যাগ-ত্রিতীকার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের অবিচলতার প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করতে হয়। (২) অবিশ্বাসীদের শাস্তি সম্বন্ধীয় সর্তককারী ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শর্ত-সাপেক্ষ। শর্ত মোতাবেক শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী স্থগিত করা হয়, এমন কি বাতিলও করা হয়। 'বায' শব্দটি প্রতিপন্থ করে যে সকল সর্তকবাণী বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় না। অবিশ্বাসীদের মানসিক পরিবর্তনের সাথে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতারও পরিবর্তন ঘটে।

২৬১৮। ভয় প্রদর্শন ও সর্তকীরণজনিত ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যদিও মূলতবী বা কোন কোনটি বাতিল করা হয়ে থাকে, তথাপি যদি অপরাধী অবিশ্বাসীরা সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং নিজেদের উপর তওবার দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে তাদের জন্য শাস্তি অনিবার্য হয়ে যায় এবং তারা শাস্তিতে নিপত্তিত হয়।

★|এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, অগণিত নবীর মাঝে কেবলমাত্র কয়েকজনের কথা মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। কিন্তু এটাই নবীগণের মোট সংখ্যা নয়। সব ধরনের নবীর মাঝে কয়েকজনকে দ্রষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এসব নবীর সমষ্টিগত দ্রষ্টান্ত হিসেবে মহানবী (সা:) এর উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন করীমে রসূলল্লাহ (সা:)সহ মোট ২৫ জন নবীর উল্লেখ রয়েছে, যেভাবে বাইবেলের 'প্রত্যাদেশ' এর ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণনা করা হয়েছে (প্রত্যাদেশ-অধ্যায় ৪, শ্লোক ১১। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাবে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য।)

شُمَّ قَيْلَ لَهُمْ آئِنَّ مَا كُنْتُمْ  
تُشْرِكُونَ<sup>①</sup>

إِنْ دُونِ اللَّهِ مَا قَالُوا صَلَوَاتُهُ عَنْهَا بَلْ  
لَمْ تَكُنْ تَذَعُوا مِنْ قَبْلِ شَيْءًا  
كَذِيلَكَ يُضْلِلُ اللَّهُ الْكُفَّارِينَ<sup>②</sup>

ذِلِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي  
اُلَّا زِفَرَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ  
تَمَرَّحُونَ<sup>③</sup>

أَدْخُلُوهُمْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِيَّنَ  
فِيهَا هُمْ فِيئَسٌ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ<sup>④</sup>

فَاضْبِرْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ جَقِيلَ  
نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعْدُ هُمْ أَوْ  
تَسْوِقِيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَحُونَ<sup>⑤</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ  
مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْنَكَ وَمِنْهُمْ  
مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْنَكَ وَمَا كَانَ  
رَسُولٌ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَأْتِيَ لَا يَبْلُغُ  
اللَّهُوْجَ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ  
وَخَسِرَ هُنَّا لِكَ الْمُنْبَطِلُونَ<sup>⑥</sup>

৮০। <sup>۷</sup>তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এগুলোর কোন কোনটিতে আরোহণ কর এবং এগুলোর কোন কোনটি খাও ।

৮১। <sup>۸</sup>এগুলোতে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে । আর (এগুলো এ জন্যও সৃষ্টি করা হয়েছে) যেন তোমরা এগুলোতে আরোহণ করে তোমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পার<sup>۲۶۱۹</sup> । এগুলোতে এবং নৌকাতেও তোমাদের আরোহণ করানো হয়ে থাকে ।

৮২। আর তিনি তাঁর নির্দশনাবলী তোমাদের দেখান । সুতরাং আল্লাহর কোন কোন নির্দশন তোমরা অস্বীকার করবে?

৮৩। <sup>۹</sup>এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি, এদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল এবং শক্তিতেও অধিক প্রবল (ছিল) । এ ছাড়া (তারা) পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যাওয়ার ক্ষেত্রেও অধিক ক্ষমতাধর ছিল । তবুও তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি ।

৮৪। আর তাদের কাছে যখন তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এল তখন তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তা নিয়ে তারা গর্ব করতে লাগলো । আর সেই (আযাব) তাদের ঘিরে ফেললো, যা নিয়ে তারা উপহাস করতো ।

৮৫। <sup>۱۰</sup>আর তারা যখন আমাদের আযাব দেখলো তখন তারা বলে উঠলো, ‘আমরা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা যাদেরকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করতাম তাদের অস্বীকার করলাম’ ।

أَنَّهُ إِلَّا مَا جَعَلَ لَكُمْ أَنْتُمْ نَعَمَرْ  
لِتَرْكَبُوا مِثْمَاهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<sup>①</sup>

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوهَا  
عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا  
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحَمَّلُونَ<sup>②</sup>

وَيُرِيكُمْ أَيْتِهِمْ تُفَآيِّي أَيْتِ اللَّهُ  
تُنْكِرُونَ<sup>③</sup>

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ هُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ  
فُوَّةً وَأَشَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَمَّا أَغْنَى  
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ<sup>④</sup>

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَرِجُوا مِمَّا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ  
حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ<sup>⑤</sup>

فَلَمَّا رَأَوُا بِأَسْنَائِ قَالُوا أَمَّا يَا اللَّهُ  
وَحْدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ  
مُشْرِكِينَ<sup>⑥</sup>

৮৬। ক্ষতিগ্রস্ত তারা যখন আমাদের আয়ার দেখলো তখন  
 ৯ তাদের স্মীকার কোন কাজে এল না। আল্লাহর ১৬২০  
 [৭] রীতিই তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে চলে এসেছে। আর  
 ১৮ অস্থীকারকারীরা তখন ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

فَلَمْ يَكُنْ يَنْقَعِهُمْ رَايْمًا شُرْمُمْ لَمَّا  
 رَأَوْا بِأَسْنَادِ سُنْتَ اِلَّهُو الَّتِي  
 قَدْ حَثَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ  
 هُنَّا لِكَ الْكُفُورُ<sup>١٢</sup>

দেখুন : ক. ১০৯২

২৬২০। অবিশ্বাসীদের পাপ ও অপরাধের পেয়ালা যখন প্রাপ্তির ভরে যায় এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তির হৃকুম তাদের বিরুদ্ধে জারি হয়ে যায় তখন যদি তারা বিশ্বাস আনয়ন করেও তবুও তারা শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কেননা তখন তওবা বা অনুতাপ করার সময় উর্ণীগ হয়ে যায়।